নদিয়া / অন্য জেলা

আনন্দবাজার পত্রিকা বৃহস্পতিবার ৮ জানুয়ারি ২০২৬

ক্যাম্পাস

স্বাধীনতার পরে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে কলেজের প্রতিষ্ঠা

শান্তিপুর কলেজ

সম্রাট চন্দ

স্বাধীনতার পরে নবগঠিত দেশের ভিত মজবুত করতে শিক্ষাই যে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার— এই বিশ্বাস থেকে শান্তিপুরের বিশিষ্ট সন্তান, সংবিধান রচনাকারী কমিটির অন্যতম সদস্য এবং ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র শান্তিপুরে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তাঁরই পরিকল্পনা ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মানুষের সহযোগিতায় ১৯৪৮ সালের ২২ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী শান্তিপুর কলেজ। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন স্থানীয় মুসলিম মহিলা হাজী বিবি।

ধীরে ধীরে কলেজে পাঠদান শুরু হয়। প্রথমে কলা বিভাগ, পরে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের সূচনা হয়। এর ফলে শান্তিপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্রছাত্রীদের আর উচ্চশিক্ষার জন্য শহরের বাইরে যেতে হত না। শান্তিপুর শিক্ষাচর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ খ্যাতি বহন করে। শান্তিপুরের প্রখ্যাত পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের টোলে এক সময় ভারতের নানা প্রান্ত থেকে, এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণে আসতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সেই মহান শিক্ষাধারার উত্তরসূরি হিসেবে শান্তিপুর কলেজ সাতাত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে কেবল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নয়, সমগ্র জেলা থেকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

২০০০ সাল পর্যন্ত শান্তিপুর কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এটি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রায় ৫৭ একর বিস্তীর্ণ জমির উপরে গড়ে ওঠা এই কলেজে রয়েছে ৩০ হাজারেরও বেশি গ্রন্থসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, সুবিশাল খেলার মাঠ, ভেষজ উদ্ভিদের সংরক্ষিত উদ্যান, পুকুর, ওপেন-এয়ার থিয়েটার ও অডিটোরিয়াম—যা একে এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। শান্তিপুর কলেজের অসংখ্য প্রাক্তনী আজ দেশ-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। বহু প্রাক্তনী বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে দিবা ও প্রাতঃ— উভয় বিভাগ মিলিয়ে প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রায় আশি জন শিক্ষক ও ত্রিশ জন শিক্ষাকর্মীর নিরলস চেষ্টায় শান্তিপুর কলেজ আজও শিক্ষাক্ষেত্রে স্বমহিমায় উজ্জ্বল

“মাত্র এক মাস হল দায়িত্ব নিয়েছি। প্রথম থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল পঠনপাঠনের পাশাপাশি শৃঙ্খলার উপরে জোর দেওয়া। একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিয়েছি। এটা আমার কাছে গর্বের। পাশাপাশি পড়ুয়াদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে জোর দিতে চাইছি, যাতে তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।”

সঞ্জীবকুমার পাকিরা, অধ্যক্ষ

“শান্তিপুর কলেজ আমার জীবনের একটি অধ্যায়। কেবল শিক্ষাগত বিষয় নয়, চরিত্র এবং বৌদ্ধিক গঠনের বিষয়েও এ কথা বলা যায়। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, তাঁদের নির্দেশনা এবং প্রাণবন্ত শিক্ষার পরিবেশ আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং শৃঙ্খলা জাগিয়ে তুলেছিল। প্রতিটি পাঠ এবং কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমার ভবিষ্যতের দিকে এক ধাপ হয়ে উঠেছে। শান্তিপুর কলেজের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।”

শান্তব্রত দাশ, প্রাক্তন ছাত্র, গুয়াহাটি আইআইটির অধ্যাপক

“শান্তিপুর কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানকার বহু পড়ুয়া পরবর্তী কালে দেশ তথা রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমার প্রথম লক্ষ্য ছিল কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকে পড়ুয়াদের পড়াশোনার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া সব ক্ষেত্রে যাতে সার্বিক বিকাশ হয় সে দিকে নজর রেখেছি।”

ব্রজকিশোর গোস্বামী, পরিচালন সমিতির সভাপতি

“এই কলেজে পড়তে পেরে গর্বিত। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ান। পড়াশোনার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি সব বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট। কলেজে বিভিন্ন সময়ে নানা সেমিনার হয়। সেটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী হয়ে থাকে। এই কলেজ পঠন-পাঠনের পাশাপাশি আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও শিক্ষা দিচ্ছে।”

সৃজিতা সাহা, বর্তমান ছাত্রী, ইংরাজি অনার্স